প্রথম আলো

তারিখ ... OCT. ০৬ 2006 ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৬....

বিআইডিএসের বৈঠকে উদ্বেগ

শিক্ষকেরা শিক্ষাহীন হয়ে পড়ছেন
তারা শুধু পড়ান, পড়েন না

নিজস্ব প্রতিবেদক

শিক্ষকতা শ্রেষ্ঠ পেশা হলেও শিক্ষকেরা ক্রমেই শিক্ষাহীন সম্প্রদায় হয়ে পড়ছেন। এখন শিক্ষকদের অধিকাংশই শুধু পড়ান, পড়েন না। ফলে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া কোচিং সেন্টার এবং গৃহশিক্ষকনির্ভর হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এ অভিমত প্রকাশ করেন। 'শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য হ্রাস করার লক্ষ্যে আগামী পাঁচ বছরে করণীয়' শীর্ষক এ বৈঠক গতকাল বৃহস্পতিবার বিআইডিএসের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন,, রাজনীতির কারণে শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস হচ্ছে। সরকারকে 'অপদার্থ সংগঠন' আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, সরকারের কিছু ডাকাতের হাতে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়ায় শিক্ষা নিয়ে নিষ্ঠুর, নির্মম ও অকথ্য সব কর্মকাণ্ড চলছে। তিনি আরও বলেন, বিদ্যালয় হচ্ছে শিক্ষার্থীর স্বপ্ন, আনন্দ, জানা এবং বোঝার স্থান। কিন্তু এসব বিষয় দূরে ঠেলে দিয়ে একজন শিক্ষার্থীর লেখাপড়া কোচিং সেন্টার এবং গৃহশিক্ষকের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে তিনটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। এসব প্রবন্ধের ওপর শিক্ষক, গবেষক এবং বেসরকারি সংস্থার নীতিনির্ধারকেরা আলোচনায় অংশ নেন। সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. কাজী সাহাবুদ্দিন।

প্রবন্ধকার ড. রুশিদান ইসলাম রহমান বলেন, দেশে সর্বনিম্ন আয়ের পরিবারের ৮৫ শতাংশ ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। সর্বোচ্চ উপার্জনকারী পরিবারগুলোর ক্ষেত্রে এ হার ৯৪ শতাংশ। তবে মাধ্যমিক বা এর ওপরের স্তরে গেলে ব্যবধানটা অনেক বেড়ে যায়। সর্বোচ্চ আয়ের পরিবারের ৪১ দশমিক চার শতাংশ শিক্ষার্থী এসএসসি বা তদূর্ধ্ব শিক্ষা পেলেও সর্বনিম্ন আয়ের পরিবারের ক্ষেত্রে এ হার মাত্র চার দশমিক চার শতাংশ। ড. রুশিদান মনে করেন, সর্বনিম্ন আয়ের পরিবারের শিশুদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার হার আরও অন্তত ১০ শতাংশ বাড়াতে হবে।

বিআইডিএসের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. মাহমুদুল আলম বলেন, বিদ্যালয়ে যাওয়ার পর পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীকে ধরে রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ১৯৯৭ থেকে ২০০৫ সালের পরিসংখ্যান উল্লেখ করে তিনি দেখান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টিকে থাকার হার কমেছে।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. মঞ্জুর আহমেদ বলেন, দেশের শিক্ষাব্যবস্থা অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, শিক্ষা বিষয়ে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষা-সংশ্লিষ্টদের বাইরে রাখা হচ্ছে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পাচ্ছে।

সমাপনী বক্তব্যে বিআইডিএসের মহাপরিচালক বলেন, শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত সম্প্রসারণ, উৎকর্ষসাধন এবং বৈষম্য দূরীকরণ।